দৈনিক খবর

148

তারিখ 19 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সদিচ্ছার প্রমাণ দিন

সন্ত্রাসের কারণে দেশে ২শ'রও বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তো দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। সেখানে লেখাপড়া এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম সবকিছু বন্ধ। উপাচার্য সশস্ত্র শিবির কর্মীদের হাতে বারবার লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। শিবিরের ব্যাপারে সরকারের নমনীয় নীতির পেছনে কি রহস্য আছে তা আমরা জানি না। তবে কিছু একটা গাঁটছড়া যে আছে, সেটা অনুমান করা কঠিন নয়। বাস্তব পরিস্থিতিই বলে দিচ্ছে যে, প্রশাসনের হোমরাচোমরাদের কাছ থেকে আস্কারা না পেলে শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানরা দীর্ঘকাল ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অবরোধ করে রাখতে পারে না। কর্তৃপক্ষ কি ইচ্ছে করলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির হোতা শিবিরের সন্ত্রাসকারীদের উৎখাত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে উপাচার্যকে সাহায্য করতে পারেন না? ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা কোথায়?

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির মূলে রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের অব্যাহত সহিংসতা। সেখানেও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতেই সাহায্য করেছে। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী শক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল। তবে এ ক্ষেত্রেও সরকারী দলের ভূমিকাটাই বেশী করে চোখে ধরা দিচ্ছে। এখানেও শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রশাসনের বা সরকারী দলের সদিচ্ছার ওপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

বিদ্যমান সন্ত্রাসী পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার ব্যর্থ হলে সন্ত্রাসবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। গত শনিবার ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত শিক্ষক ফেডারেশনের মহাসমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়। সমাবেশের ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসের কারণে দেশের প্রায় ২শ'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, সন্ত্রাস নির্মূল করে শিক্ষাঙ্গনসহ দেশব্যাপী শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের; কিন্তু বিগত দিনগুলোতে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘোষণাপত্রে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলকে মাস্তানদের রাজনৈতিক প্রশ্রয় না দেয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদানসহ সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিষ্কার এবং রাজনীতি থেকে পেশীশক্তি নির্মূল করার আহবান জানান হয়। এ ছাড়া প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোরভাবে আইনের শাসনের নীতি অনুসরণ করে দল-মত নির্বিশেষে সন্ত্রাসী ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারের দাবী জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসমাবেশে গৃহীত উল্লেখিত ঘোষণার সাথে দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না। ঘোষণায় উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তবের হুবহু মিল আছে। শিক্ষাঙ্গনসহ দেশব্যাপী সন্ত্রাস দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যে সরকারের, সে কথা কে না জানে? শিক্ষক ফেডারেশন যথার্থই বলেছে যে, বিগত দিনগুলোতে সরকার এ ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

সরকারী দল নিজের সাফল্যের ঢোল যত জোরেই বাজান না কেনো- আসলে এ সরকারের ব্যর্থতা চারদিক থেকেই সুপরিস্ফুট। মাত্র ৮ মাসে অর্থনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি ঘটায় জনসাধারণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। ভবিষ্যতে যে শুভ দিন আসবে তারও কোনো আলামত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সরকারী দল ছাড়াও আরো কিছু রাজনৈতিক দল দায়ী। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছে বলেই ঘোষণাপত্রে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক প্রশ্রয় না দেয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা প্রদান, সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিষ্কার এবং রাজনীতি থেকে পেশীশক্তি নির্মূল করার আহবান জানানো হয়েছে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই ধরা পড়বে যে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বৃদ্ধির জন্য সরকারী দলসহ আরো কতিপয় রাজনৈতিক দল দায়ী। তারা তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোয় সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয়ায় পরিস্থিতির অবনতি ছাড়া উন্নতির কোনো লক্ষণ নজরে পড়ছে না। সরকারী দলের মূল ভ্রান্তিটা এইখানে যে, তারা বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপালেও নিজ দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত। অপরদিকে বিরোধী দলও শুধু সরকারী দলের ওপর দোষারোপ করে দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারাও যে পেশীশক্তিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি? আসলে কোনো পক্ষই ধোয়া তুলসী পাতা নয়। শিক্ষাঙ্গনে অব্যাহত সন্ত্রাসের জন্য কে কতটা দায়ী সে সবই তো জনসাধারণ চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে। কথার মারপ্যাঁচ খাটিয়ে জনগণের দৃষ্টিভ্রম ঘটানো যাবে না। সরকারী দল ও বিরোধী দল পরস্পরের ওপর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে শুধু পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতেই সাহায্য করছেন। ঘটনা প্রবাহ এভাবে চলতে থাকলে জনগণের কাছে উভয় পক্ষেরই ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবে।

তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা না করে সন্ত্রাস দমনে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে উভয় পক্ষকেই নিজ নিজ সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হবে। জনগণ আজ আর এত বোকা নয় যে, কেবল বক্তৃতা শুনিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা যাবে। জনগণের কাছে নিজেকে আস্থাবান করে তুলতে হলে সংকট উত্তরণে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান এবং শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার প্রয়োজনে এই সহযোগিতা বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। সরকারী দল ও বিরোধী দল এ ব্যাপারে সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে আর বিলম্ব করবেন না, এটা আমরা আশা করতে পারি কি?